দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 18 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

122

75

# ২৮ জন অধ্যাপক নেই

সরকারী কলেজে শিক্ষক নেই। কেন নেই সে জবাবদিহি কে করবে, তারও খোঁজ পাওয়া ভার। কবে কলেজে কলেজে শূন্য শিক্ষকপদ পূর্ণ হবে, সে কথা কেউ বলতে পারেন না। আর এর মধ্যে কলেজে শিক্ষাদান চলে।

এমনি করে চলছে দেশের অসংখ্য কলেজে শিক্ষাদান। এর একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। পত্রিকান্তরে খবরে প্রকাশ, মাদারীপুরের সরকারী নাজিমুদ্দীন কলেজে ২৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। ১৩ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৫ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ১০ জন প্রভাষকের পদ শূন্য আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ পদ কবে পূর্ণ হবে কেউ বলতে পারে না।

এ পরিস্থিতি চলছে বলতে গেলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের কোন সরকারী কলেজেই সকল শিক্ষকপদ পূর্ণ আছে, এ দাবী করা কঠিন। অথচ এ সকল কলেজে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। অনেক বিষয়ে অধ্যাপক ব্যতীত ছাত্রদের পড়াশুনা চালাতে হচ্ছে বছরের পর বছর। এমনও কলেজ আছে যে কলেজের জন্মের পর আজ পর্যন্ত কোন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হয়নি। অথচ সে কলেজে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র আছে। ঐ কলেজ থেকে এ ধরনের বিজ্ঞানের ছাত্র পরীক্ষাও দিচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। মনে হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন অসুবিধাই অনুভব করেন না। না হলে এ ঘটনা ঘটবে কেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে কলেজ পরিদর্শকেরা কি করেন। কারণ রেওয়াজ আছে কলেজ পরিদর্শকদের পক্ষ থেকে কলেজ পরিদর্শনের এবং কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করার। আশা করা হয় যে পরিদর্শকদের রিপোর্ট ভিত্তি করেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কলেজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমরা যতদূর জানি, কলেজ পরিদর্শকের পদটি এখনও বিলুপ্ত হয়নি। তবে তাদের কোন ভূমিকা আছে বলে কলেজগুলির হাল থেকে মনে হয় না।

কলেজে শিক্ষকের শূন্যপদ নিয়ে আগেও লেখালেখি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পুরান সরকারী কলেজ এবং নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজ নিয়ে সমস্যা আছে। সমস্যা আছে এই কলেজগুলির শিক্ষকদের আত্তীকরণ নিয়ে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এছাড়া আছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের কোন একটি বিশেষ কলেজে স্থায়ীভাবে থাকার দেনদরবার। এইসব মিলে শিক্ষক নিয়োগ বা বদলির প্রশ্নটিই নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ সহজ হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্য বোধগম্য। কিন্তু এভাবে ত দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এ সকল সমস্যার সমাধান করে সরকারী কলেজগুলিতে নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।